যে অঙ্কে এখনও সেমিতে যেতে পারে পাকিস্তান

ব্যর্থতা মেনে নিয়েছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান, দায় চাপিয়েছেন কাঁধে। একই সঙ্গে পাকিস্তানের অধিনায়ক বলেছেন, গ্রুপের অন্য দলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে চান না। স্বাগতিকদের সেমিফাইনালের ভাগ্য যদিও ঝুলে গেছে। তবুও বেঁচে আছে ক্ষীণ আশা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মিশনে থাকতে পাকিস্তানের পক্ষে অনেক কিছু আসতে হবে।

নিউজিল্যান্ডের কাছে ধরাশায়ী হওয়ার পর ভারতের কাছে পর্যদুস্থ হয়েছে পাকিস্তান। তাতেই অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গেছে তাদের বিদায়। তবে টেবিলের হিসেবে এখনও অনেকটা যদিকিন্তু আছে। এই করলে সেই হবে’র সমীকরণে প্রথমত বাংলাদেশের বিপক্ষে জিততে হবে পাকিস্তানকে। পরে তাকিয়ে থাকতে হবে টেবিলে।

সেমিতে যাওয়ার সমীকরণ

রাওয়ালপিন্ডিতে আজ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে লড়বে বাংলাদেশ। এই ম্যাচে কিউইরা জিতলে ছিটকে যাবে বাংলাদেশ। বিদায় হবে পাকিস্তানেরও। বাংলাদেশ যদি ব্ল্যাক ক্যাপসদের হারিয়ে দেয় তবেই টিকে থাকবে পাকিস্তানের আশা।

নিজেদের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে জিততে হবে। এবং চোখ রাখতে হবে নেট রানরেটে।
তাকিয়ে থাকতে হবে ভারতের দিকেও। গ্রুপের শেষ ম্যাচে রোহিত শর্মারা যদি নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে দেয়, তাহলেই জমে উঠবে টেবিলের হিসেবে নিকেশ।

সেই মুহূর্তে ভারত ছাড়া বাকি তিন দলের পয়েন্ট হবে ২ করে। যারা নেট রান রেটে এগিয়ে থাকবে, তারা গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় হিসেবে সেমিফাইনালের টিকিট কাটবে।

সেমিতে যাওয়ার অঙ্কটা ভীষণ কঠিন পাকিস্তানের জন্য। সবকিছু নির্ভর করে আছে গ্রুপের বাকি তিন প্রতিপক্ষের হাতে। পাকিস্তানেরও জিততে হবে বাকি ম্যাচটি।

সূত্র: যুগান্তর

দুপুরে ক্রিকেটের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর মহারণ, পাকিস্তানের বাঁচা মরার ম্যাচ

বিশ্ব ক্রিকেটের ‘এল ক্লাসিকো’ কিংবা দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর রোমাঞ্চকর দ্বৈরথ ধরা হয় ভারত-পাকিস্তান ম্যাচকে। যদিও হরহামেশা এমন লড়াই দেখার ফুরসত মেলে না ক্রিকেটভক্তদের। এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে দুই দলের মুখোমুখি ম্যাচ ঠিক অতটা জমেও না। তবুও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে উন্মাদনার কমতি নেই। তেমনই এক ব্লকবাস্টার ম্যাচে আজ রোববার (২৩ ফেব্রুয়ারি) আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তান।

বাংলাদেশ সময় দুপুর ৩টায় দুবাইয়ের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে। এই ম্যাচের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সর্বশেষ ২০১৭ আসরের ফাইনালিস্টও। সাম্প্রতিক সময়টা ঠিক স্বাচ্ছন্দে না কাটলেও, ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুখস্মৃতি নিয়ে নামছে পাকিস্তান। অন্যদিকে, ভারত আছে দুর্দান্ত ফর্মে, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে আগের আসরের শোধ নেওয়ার লক্ষ্যে নামবে গত বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নরা।

রোমাঞ্চকর ম্যাচটি নিয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করা ভারতীয় ওপেনার শুভমান গিল জানিয়েছেন,‘ভারত-পাকিস্তান নিঃসন্দেহে একটি বড় ম্যাচ, তবে ফাইনাল সব সময়ই যেকোনো টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় ম্যাচ। আমি জানি না এটা ওভারহাইপড নাকি আন্ডারহাইপড। তবে এই দ্বৈরথের অনেক ইতিহাস আছে এবং লাখ লাখ মানুষ এই ম্যাচটি দেখতে ভালোবাসে। তাই ম্যাচটি ওভারহাইপড নাকি আন্ডারহাইপড আমি সেটি বলার কেউ নই।’ নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশকে ৬ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নবম আসর শুরু করেছে রোহিত শর্মার দল।

পাকিস্তানকে হারাতে হলে আগে ব্যাট করে ৩০০-৩২৫ রান করতে হবে বলেও জানান গিল। একইসঙ্গে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলার হুঁশিয়ারিও দিয়ে

রাখলেন, ‘এই ম্যাচ নিয়ে আমরা অবশ্যই ইতিবাচক এবং আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে চাই। এই উইকেটে ৩০০-৩২৫ খুব ভালো স্কোর হবে। মাঝের ওভারে যে দল ভালো ব্যাটিং করবে, তারা জেতার আরও ভালো সুযোগ পাবে। শিশির না থাকলে টস কোনো ব্যাপার হবে না। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করা দলের ওপরই চাপটা বেশি থাকবে।’

অন্যদিকে, পাকিস্তান টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৬০ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছে। তাই ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি তাদের জন্য বাঁচা-মরার লড়াই। এই দ্বৈরথের আগে পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার ও বর্তমান প্রধান কোচ আকিব জাভেদ পেসনির্ভর খেলার কথা জানিয়েছেন, ‘প্রত্যেকটা দলই নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করে ম্যাচ খেলে। আমাদের শক্তি পেস বোলিং। ১৯৯০ দশকের কথা মনে পড়ছে, আর ভারতের বিপক্ষে খেলা সব সময়ই বিশেষ। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে সবসময়ই আলাদারকমের উন্মাদনা থাকে। এই খেলা থেকেই ক্রিকেটারদের উঠে আসার সুযোগ থাকে।’

রোমাঞ্চ ও চাপ সামলাতে শিষ্যদের কিছু বাস্তবতার শিক্ষাও দিয়েছেন পাক কোচ, ‘ক্রিকেটারদের জন্য এটি পেশা। তাদের জন্য এমন ম্যাচ খেলতে পারাও গর্বের, তবে একইসঙ্গে পেশাও বটে। আপনি নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করবেন। কখনও জিতবেন, কখনওবা ফল পক্ষে আসবে না। যেকোনো এক দলকে হারতেই হবে। তাই এটি কেন এত বড় বিষয় হচ্ছে? কেন এত চাপ? প্রতিটি ম্যাচই ভিন্ন। তবে পাকিস্তান-ভারত ম্যাচে উন্মাদনা উঁচুতেই থাকবে। এটাই এই লড়াইয়ের সৌন্দর্য্য। ভালো-খারাপ পারফরম্যান্স অনুযায়ী দর্শকরা আচরণ করবে, একইভাবে নিজেদের দর্শকও বিপক্ষে চলে যেতে পারে। তাই ক্রিকেটার হিসেবে কেবল খেলাতেই মনোযোগটা থাকা উচিৎ।’

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে এখন পর্যন্ত ৫ বার মুখোমুখি হয়েছে ভারত-পাকিস্তান। বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম হাইভোল্টেজ এই দ্বৈরথে পরিসংখ্যানটা পাকিস্তানের পক্ষে, তাদের ৩ জয়ের বিপরীতে ভারত জিতেছে ২টিতে।

তবে আইসিসির সব ইভেন্ট বিবেচনায় নিলে পরিসংখ্যানে রোহিত-কোহলিদেরই দাপুটে অবস্থান। দুই দলের মোট ২১ বারের মুখোমুখি দেখায় ভারত ১৭টিতে জিতেছে। এর মধ্যে ওয়ানডে বিশ্বকাপে জয় শতভাগ (৮টি)। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ৮টির মধ্যে ৭টিতে জয় ভারতের। কেবল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এক্ষেত্রে পাকিস্তানের জন্য সুখকর!

সূত্র: ইত্তেফাক

রাহুল না পান্ত কোচ হলে কাকে খেলাতেন সৌরভ

মিডল অর্ডারে যেকোনো দলের জন্যই বড় সম্পদ ঋষভ পান্তের মতো একজন ব্যাটার। একাই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন এই উইকেটকিপার ব্যাটার। অথচ, পান্তকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বসিয়ে রেখেছে ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর। খেলানো হচ্ছে লোকেশ রাহুলকে। যা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে অনেকেরই। এবার সেই প্রশ্নের উত্তরটা জানতে চাওয়া হয়েছিল সাবেক অধিনায়ক ও বোর্ডপ্রধান সৌরভ গাঙ্গুলির কাছে।

আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের মেন্টর হিসেবে কাজ করার সময় পান্তকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন সৌরভ। বরাবরই পান্তকে নিয়ে তিনি বলে এসেছেন, পান্ত ম্যাচ উইনার। যে কোনও দলের সম্পদ। অথচ, তাকেই খেলানো হচ্ছে না। এ ব্যাপারে সৌরভের মন্তব্য কি।

সৌরভ বলেন, ‘ভারত খুব শক্তিশালী দল। বিশেষ করে ব্যাটিংয়ে। দলে যারা আছে, প্রত্যেকে খেলতে পারে। ঋষভ পান্ত ভাল। কে এল রাহুলও ভাল। রাহুলের ওয়ানডে ক্রিকেটে রেকর্ড অসাধারণ। সেই জন্যই গৌতম গম্ভীর হয়তো রাহুলকে খেলাচ্ছে। আসলে দুজনের মধ্যে সামান্যই তফাত। খুব কঠিন একজনকে বেছে নেওয়া।’

ভারতীয় দলের কোচ হলে কাকে একাদশে খেলাতেন? এমন প্রশ্নে সৌরভ বলেন, ‘যে কোচ রেখেছে সেই থাক না। আমি কোচও নই, আমি ভাবিও না। আমি খেলা দেখি। গৌতম গম্ভীর যাকে ঠিক মনে করেছে তাকেই খেলাচ্ছে। দুজনই সমান ভাল।’

সৌরভ এরপর যোগ করেন, ‘রাহুল ও পান্ত ছাড়াও সঞ্জু স্যামসন রয়েছে। অভিষেক শর্মা রয়েছে। সূর্যকুমার যাদব রয়েছে। ভারতে প্রচুর প্রতিভা। যাকেই নেওয়া হবে, সেই পারফর্ম করবে। সদ্য টি-২০ সিরিজে বিরাট, রোহিত, শুভমনকে ছাড়াও ইংল্যান্ডকে ৪-১ হারিয়েছে ভারত।

টি-২০ সিরিজে ৩-০ জিতেছে। সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতে প্রচুর প্রতিভা। প্রত্যেকে খেলতে পারে। বাঁহাতি অভিষেক শর্মা যেভাবে খেলেছে, তাতে ওর ওয়ানডে না খেলার কোনও কারণ নেই। নির্বাচকেরা যাকে দলে নেবে, সেই ভাল খেলবে।’

সূত্র: যুগান্তর

টপ অর্ডারে সেই পুরোনো রোগ

এদিক-সেদিক খোঁচা মেরে প্রতিপক্ষের হাতে বল তুলে দেওয়া যেন টাইগারদের মুদ্রাদোষ। বিশেষ করে টপ অর্ডারের এমন কাজ বহুল আলোচনায়। ভারতের বিপক্ষেও দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিং প্রদর্শনী দেখিয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্তর দল। ইনিংসের শুরুতে তাতেই বাড়ছে বড় শঙ্কা।

দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামেও টপ অর্ডার মোটাদাগে ব্যর্থ হয়েছে। ওপেনিংয়ে নামা সৌম্য সরকার ফিরেছেন শূন্য রানে। চাপ সামলাতে আসা অধিনায়ক শান্তও করতে পারেননি রান। ব্যর্থ হয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ।

অথচ দীর্ঘ ব্যাটিং লাইন আপের ভারতের বিপক্ষে লড়াকু পুঁজি আনার ভার ছিল তাদের ওপর। বাংলাদেশ দলে ওপেনিংয়ে ব্যর্থতার সমস্যা বেশ পুরোনো। তার সঙ্গে টপ অর্ডারের দ্রুত ফেরা এবং জুটি গড়তে ব্যর্থ হওয়াও আলোচনায় থাকে হরহামেশা।

রান প্রসবা উইকেটের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে শুরু থেকেই আলোচনায় ছিল ব্যাটিং ইউনিট। ভয়ও ছিল। শান্তরা দুবাইয়ে সেটির বাস্তবতা দেখিয়েছেন। সৌম্য ও শান্তর পর মিরাজ ফিরেছেন ৫ রান করে। পরে তানজিদ ফিরেছেন কিছুটা সময় লড়ে। শুরুতেই নড়বড়ে হয়ে পড়া টাইগাররা কতদূর যায় সেটিই দেখার।

সূত্র: যুগান্তর

ওপেনিং না তিনে, বাবরের ব্যাটিং পজিশন জানালেন রিজওয়ান

মোহাম্মদ আমির যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছিলেন, পাকিস্তানের আরও কয়েকজন সাবেকের মতও ছিল একই, ‘ওপেনিংয়ে নয়, বাবর আজম যেন তিনে ব্যাট করেন।’ তবে পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ড সেই পরামর্শ মানেনি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাবর উদ্বোধনী ব্যাটার হিসেবেই খেলবেন।

পাকিস্তানের তারকা ব্যাটারের ব্যাটিং পজিশনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে পাকিস্তানের অধিনায়ক জানিয়েছেন, ওপেনিংয়ে বাবরের ওপরই আস্থা রাখছে তার দল।

পুরোনো রূপে নেই বাবর। ওয়ানডেতে শেষবার সেঞ্চুরি পেয়েছেন তাও অনেকদিন। ওপেনিং ছেড়ে তিনে নেমে ব্যাট করছিলেন বেশ কিছুদিন। তবে রানের ধারায় ফিরতে পারেননি। তাই আবারও তাকে ওপেনিংয়ে নামানো হচ্ছে।

কেন বাবর ওপেন করবেন সেই ব্যাপারে যুক্তিও দিয়েছেন রিজওয়ান, ‘বাবর ওপেন করবেন। মিডল অর্ডারে আমাদের ডানহাতি-বামহাতি কম্বিনেশন প্রয়োজন। বাবর তার পজিশনে দলকে সন্তুষ্ট করেছেন। সে একজন গ্রেট খেলোয়াড়। পাকিস্তান তার থেকে সর্বোচ্চটা চাচ্ছে। আশা করি সে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দুর্দান্ত কিছু করবে।’

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর্দা উঠতে বাকি মাত্র কয়েক ঘণ্টার। করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে আজ বিকালে পাকিস্তানের মোকাবিলা করবে নিউজিল্যান্ড। উদ্বোধনী ম্যাচের ফল নিজেদের পক্ষে আনতে মরিয়া মোহাম্মদ রিজওয়ানের দল। এতটুকু ছাড় দিতে প্রস্তুত নন মিচেল স্যান্টনাররাও। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইটি শুরু হবে বিকাল ৩টায়।

জয়-পরাজয়ের খেরোখাতায় এগিয়ে যেতে পাকিস্তান পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে নামবে। হারিস রউফ চোট কাটিয়ে ফিরেছেন। ফখর জামান থাকছেন দলে। ওপেনিংয়ে বাবরের সঙ্গে তাকে দেখা যেতে পারে। ব্যাটিংয়ে সাউথ শাকিল এবং মোহাম্মদ রিজওয়ান নামবেন পরে। লম্বা ব্যাটিং লাইন আপে

পাকিস্তান স্পিনারও রাখছে দুজন। ম্যাচে তিনজন পেসার খেলাতে পারে টিম পাকিস্তান। সেক্ষেত্রে নাসিম শাহ ও শাহিন শাহ আফ্রিদির সঙ্গে থাকবেন হারিস রউফ।

সূত্র: যুগান্তর

সেই কষ্ট ভুলতে এখনও ওষুধ খান ডি মারিয়া

শিরোপার হাতছোঁয়া দূরত্বে থামলে কেমন লাগে, তা অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়ার চেয়ে বেশি কে আর জানবে! তিন বছরের মাঝে দুটি কোপা আমেরিকা এবং একটি ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনালে হার আর্জেন্টিনার উইঙ্গার এমন কষ্ট পেয়েছিলেন যে ওষুধ খেতে হচ্ছিল। ট্রমা এখনও কাটেনি। ওষুধ খেয়েই যাচ্ছেন।

তবে ডি মারিয়া ক্যারিয়ারের শেষদিকে এসে একে একে সব পেয়েছেন। ব্রাজিলকে ২০২১ সালে হারিয়ে ভুলেছেন ২০১৫ ও ২০১৬ সালের কোপা আমেরিকা কষ্ট, ২০১৪ সালের বিশ্বকাপ হাতছাড়া হওয়ার দুঃখ ভুলেছেন ২০২২ সালে কাতারে। তবুও টানা তিন ফাইনাল হারের সেই মানসিক ট্রমা এখনও পোড়ায় ডি মারিয়াকে।

আর্জেন্টিনার পত্রিকা ইনফোবে’র বরাতে তারকা উইঙ্গারের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছে ইএসপিএন। ডি মারিয়া সেখানে খোলাশা করেছেন কষ্টের সেই সব দিনের কথা, ‘কষ্ট ভুলতে আমি এখনও ওষুধ খেয়ে যাচ্ছি। অবশ্য ওষুধের মাত্রা কমিয়ে দিতে পেরেচি। এখন আগের চেয়ে ভালো আছি। কিন্তু কিছু জিনিস মোহাচ্ছন্ন মনে হয় কিছু জিনিস থেকেই যায়, মনে দাগ কেটে যায়।’

আর্জেন্টিনা দীর্ঘদিনের শিরোপা খরা কাটে ২০২১ সালে। ব্রাজিলকে ১-০ গোলে হারিয়ে ২৮ বছর পর কোপা আমেরিকা জেতে আলবিসেলেস্তারা। ম্যাচের একমাত্র গোল করেন ডি মারিয়া। এরপর ২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে দলের হয়ে প্রথম গোলটি করেছিলেন তিনি, যা তাকে জাতীয় দলের অন্যতম নায়ক করে তুলেছিল।

ডি মারিয়া দুঃখ প্রকাশ করেছেন তার অনেক সাবেক সতীর্থের জন্য, যারা কখনও ট্রফি জয়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি, ‘অনেকবার বলেছি, যখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম, যখন কোপা আমেরিকা জিতেছিলাম—আমি সবসময় বলেছি এই ট্রফিগুলো আগের প্রজন্মের জন্যও প্রাপ্য।’

জীবন তাকে সব কিছুই যেন দিয়েছে। ২০০৮ অলিম্পিক ফাইনাল, ২০২১ কোপা ফাইনাল, ২০২২ ফিনালিসিমা এবং ২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনাল, সবগুলো ম্যাচেই গোল করেছেন ডি মারিয়া। আর্জেন্টিনা জিতেছে সেই সবগুলো ম্যাচেই। ৩৭ বছর বয়সেও প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে খেলা চালিয়ে গেলেও গত গ্রীষ্মে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেন ডি মারিয়া।

সূত্র: যুগান্তর

প্রাইভেট জেট নিয়ে কেন ম্যানচেস্টারে এসেছিলেন রোনাল্ডো

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ভুগছে, জয় পেতে ধুঁকছে। এমন অবস্থা অবশ্য দুয়েকদিনের নয়। চলছে গত কয়েক মৌসুম ধরেই। খেলোয়াড় বদল হলো, পাল্টানো হলো কোচ কিন্তু প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষ ক্লাবটির অবস্থা ‘যে লাউ সেই কদু’। গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডসে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বড় গলায় বলেছিলেন, এমন সমস্যার সমাধান তার জানা আছে।

এবার সেই সমস্যার সমাধান করতেই বুঝি ম্যানচেস্টারে এসেছিলেন রোনাল্ডো। দুদিন আগে ম্যানচেস্টারের এয়ারপোর্টে দেখা মেলে সিআর সেভেনের প্রাইভেট জেট। এরপর থেকেই জমছে প্রশ্ন আল-নাসর ছেড়ে তবে কি আবার ইউনাইটেডে আসছেন রোনাল্ডো নাকি মালিক হয়ে সমস্যা সমাধান করে দেবেন?

আরও কিছু কথা উঠছে। কিংবদন্তির বিমান দেখে অনেকের ধারনা, শেষ বারের মতো হয়ত রোনাল্ডো প্রিয় ক্লাব ইউনাইটেডের হয়ে খেলবেন। কেউ আবার বলছেন, পর্তুগিজ তারকা মূলত ক্লাবটি কিনতে চাচ্ছেন। কেউ বলছেন, রোনালদো নাকি মধ্যপ্রাচ্য ছেড়ে ইউরোপে ফেরার চুক্তি করতে এসেছিলেন। তবে এখন পর্যন্ত রোনাল্ডোর ম্যানইউতে যাওয়ার খবরের নেপথ্য জানা যায়নি।

ইউনাইটেডের খারাপ ফর্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মাসতিনেক আগে রোনাল্ডো টোটকা দিয়েছিলেন, ‘দেড় বছর আগেও বলেছিলাম, এখনও বলছি (ম্যানইউতে) সমস্যা কোচদের নয়। এটা অনেকটা অ্যাকুরিয়ামের মতো। যদি তোমার অ্যাকুরিয়ামে একটি মাছ থাকে এবং সেটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তুমি তাকে বের করে চিকিৎসা করে আবার ফিরিয়ে আনলেও সে আবার অসুস্থ হবে। ইউনাইটেডের সমস্যা একই। সমস্যাটা সবসময় কোচ নয়, এটা তার থেকেও অনেক বড় কিছু।’

রোনাল্ডো এরপর এই সমস্যার সমাধানের কথাও বলে দিয়েছেন, ‘যদি ক্লাবের মালিক হতাম, তবে আমি জিনিসগুলো পরিষ্কার করতাম। যেগুলো খারাপ মনে হতো, সেগুলো ঠিক করতাম।’

আগেরবারের মতো এবারও ভালো অবস্থানে নেই ম্যানইউ। ২৫ ম্যাচের ১২টিতে হেরে তারা নেমে গেছে অবনমন অঞ্চলের খুব কাছাকাছি। হারের বৃত্তে থাকা ম্যানইউর হয়ত এমন কিছু সংস্কারই দরকার। সেই কারণেই বুঝি রোনালদো তার ৬.২৮ বিলিয়ন পাউন্ডের বোম্বেডিয়ার গ্লোবাল এক্সপ্রেস ৬৫০০ প্রাইভেট জেট নিয়ে ম্যানচেস্টারে নেমেছিলেন।

সূত্র: যুগান্তর

কোটচাঁদপুরে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

কোটচাঁদপুর পৌর মহিলা কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকালে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলেজের প্রধান অতিথি ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) শরিফুজ্জামান তুুহিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রতিষ্ঠাতা এডহক কমিটির সদস্য কামরুন্নাহার, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সাবেক মেয়র এস.কে.এম সালাহ উদ্দীন বুলবুল সিডল,এডহক কমিটি বিদ্যোৎসাহী সদস্য রবিউল ইসলাম।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন অত্র কলেজের প্রভাষক সাইফুল ইসলাম মিন্টু, জাহাঙ্গীর হোসেন,নজরুল ইসলাম মিন্টু, সাইদুর রহমান, শহিদুল ইসলাম, মমতাজুর রহমান, সাংবাদিক মঈন উদ্দিন খান, জামাল সরদার ।

উদ্বোধনের আগে অনুষ্ঠিত হয় দলীয় নিত্য ও আলোচনা সভা। এরপর অতিথিবৃন্দ উদ্বোধন করেন বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৫। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রভাষক হাসিনা ফেরদৌস।

বেলিংহাম বললেন ‘অফ’ রেফারি শুনলেন ‘ইউ’, ফলাফল লাল কার্ড

লা লিগায় ম্যাচে ওসাসুনার বিপক্ষে লাল কার্ড দেখেছেন জুড বেলিংহাম। ম্যাচের ৩৮ মিনিটে রেফারি মুনুয়েরা মন্তেরোর সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় এই রিয়াল তারকাকে। এরপরই ইংলিশ মিডফিল্ডারকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান স্প্যানিশ রেফারি।

তবে বেলিংহামের দাবি, রেফারিকে এমন কিছু বলেননি, যাতে লাল কার্ড দেখানো যায়। ম্যাচ শেষে রেফারির সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি।

স্প্যানিশ দৈনিক এএস জানিয়েছে, খেলা শেষে রেফারি যে প্রতিবেদন দিয়ে থাকেন, সেখানে লেখা হয়েছে ‘বেলিংহাম রেফারিকে “ফাক ইউ” বলেছেন’। শব্দটি গালি বা অপমানসূচক হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে।

তবে তা অস্বীকার করেছেন বেলিংহাম। ম্যাচ শেষে স্প্যানিশ সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান মুভিস্টার+কে ইংলিশ মিডফিল্ডার বলেন, ‘আমি রেফারির প্রতি সম্মান রেখেই বলেছি “ফাক অফ”।’ বেলিংহাম যে শব্দটি উচ্চারণ করেছেন, সেটি সাধারণত বিরক্তি বা ‘দূর হও’–জাতীয় কথা বোঝাতে ব্যবহার হয়।

রেফারি বুঝতে ভুল করেছেন উল্লেখ করে বেলিংহাম বলেন, ‘আপনারা ঘটনার ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন আমি শুধু একটা অনুভূতি প্রকাশ করেছি। একটা ভুল–বোঝাবুঝির কারণেই ঝামেলাটা বেধেছে। রেফারিকে অপমান করার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না। আমি তাকে অপমান করিনি। রেফারিই ভুল করেছেন।’

ম্যাচের পর আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে রিয়াল কোচ আনচেলত্তিও রেফারি বুঝতে ভুল করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, ‘ফুটবলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ম্যাচটা আমরা ভালোভাবেই শুরু করেছিলাম। এরপর বেলিংহামের লাল কার্ডটা…তিনি ইংরেজিটা ভালোভাবে বুঝতে পারেননি। তাকে “ফাক অফ” বলা হয়েছে, “ফাক ইউ” নয়। এখানেই ভুলটা করেছেন। “ফাক অফ” মানে তো আমাকে অবজ্ঞা কোরো না। এটা আক্রমণাত্মক কিছু নয়।’

বেলিংহাম যখন লাল কার্ড দেখেন, রিয়াল তখন ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল। কিন্তু পরে ১০ জনের দল নিয়ে লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি লস ব্লাঙ্কোরা। ওসাসুনার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে পয়েন্ট খুইয়েছে লা লিগা পয়েন্ট খুইয়েছে কার্লো আনচেলত্তির শিষ্যরা।

সূত্র: ইত্তেফাক

ওয়ানডেতে বোলিংয়ে সেরা যারা

সেরা বোলার হতে কি লাগে বেশি উইকেট, গতি, আগ্রাসন নাকি দুর্দান্ত অ্যাভারেজ? বিবেচনায় আসতে সবকয়টিই। কোনো ক্ষেত্রে আবার দুয়েকটি কম। কিন্তু সেরা হতে হলে তো সেরাটাই দিতে হবে। ক্রিকেট ইতিহাসে কে পেয়েছেন ‘সর্বকালের সেরা বোলারের’ তকমা। এখন অবধি নির্দিষ্ট কেউ নন, তবে প্রায়ই ওঠে সেরাদের সেরা খোঁজার

প্রশ্ন।

এই তালিকায় সম্ভাব্যদের নিয়েই এই আয়োজন। যারা চোখে চোখ রেখে প্রতিপক্ষকে পড়ে ফেলতেন। গতি বা স্পিনে ভড়কে দিতেন। দলকে সাফল্য এনে দিয়ে মাততেন উল্লাসে।

মুত্তিয়া মুরালিধরন: একদিনের ক্রিকেটে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির রেকর্ডটি এই লঙ্কানের দখলে। সাদা বলের ক্রিকেটে তার সময়ে সেরা স্পিনার বিবেচনায় নিয়ে মুরালি থাকতেন সবার ওপরে। ২০১১ সালে ক্যারিয়ার শেষ করার আগে নিজেকে উইকেট শিকারির তালিকায় রেখেছেন শীর্ষে। এক যুগ পেরিয়ে গেলেও সেই রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেনি। ৩৫০ ম্যাচে ৫৩৪টি উইকেট নিয়েছেন মুরালি। ২৩.০৮ গড়ে উইকেট তুলতেন এই লঙ্কান।

ওয়াকার ইউনিস: সর্বকালের সেরা বোলার কিংবা পেসার খুঁজতে গেলে সবার আগে দুটি নাম আসবে ওয়াসিম আকরাম ও ওয়াকার ইউনিস। দুজনই সেরাদের সেরা হওয়ার যোগ্যতা রেখেছে। তবে ম্যাচের মোড় ঘোরানো, গতি, সুইং, উইকেট কিংবা অ্যাভারেজের বিচারে ওয়াসিমের চেয়ে ওয়াকার এগিয়ে থাকবেন। বাকিদের মাঝেও ওয়াকারকে সেরার স্থানে বসাতে অনেকেই বাজি ধরবেন। ওয়াসিম ৩৫৬ ম্যাচে উইকেট নিয়েছেন ৫০২টি। ওয়াকার সেখানে ২৬২ ম্যাচেই পুরেছেন ৪১৬টি উইকেট। ২৩.২৮ গড়ে উইকেট তোলা ওয়াকার বসেছেন বাকিদের ছাপিয়ে সেরা হওয়ার অবস্থানে।

শন পোলক: দক্ষিণ আফ্রিকার এই তারকা নিজেকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। তার সমসাময়িকদের মাঝে তাকে মানা হতো সেরাদের একজন। ২০০৮ সালে অবসর নেওয়া প্রোটিয়া এই তারকা এখনও বহু রেকর্ডে সবার ওপরে। ৩০৩ ম্যাচে পোলক নিয়েছেন ৩৯৩ উইকেট। আছেন সবচেয়ে বেশি উইকেট শিকারীদের তালিকায় সেরা ছয়ে।

অনিল কুম্বলে: ভারতের এই স্পিনারের গড় দেখেই যে কেউ সেরাদের দৌড়ে তাকে রাখবেন। ২৭১ ম্যাচে ভারতে হয়ে ৩২৭ উইকেট নিয়েছেন কুম্বলে। ভারতকে আজকের পরাশক্তিতে রূপ দিতে তার অবদান ছিল অন্যতম। কিংবদন্তি এই ভারতীয় আছেন সেরা উইকেট শিকারির তালিকায় সেরা ১১ নম্বরে।

মিচেল স্টার্ক: এখনও ক্রিকেট খেলছে, এমনদের তালিকায় স্টার্ক সবার ওপরে। তার সময়ে বাকিদের চেয়ে তিনি অনেক এগিয়ে। কখনও তাই প্রশ্ন ওঠে, অস্ট্রেলিয়ার সেরাদের মাঝে ব্রেট লি, ম্যাকগ্রা নাকি স্টার্ক কে সেরা। সেই সেরার প্রশ্নে স্টার্ক উতরে যাবে। কখনও

কখনও তাকে নিয়ে আলোচনা ওঠে স্টার্কই কি তবে সর্বকালের সেরা। ২০১০ সাল থেকে ক্রিকেট খেলা স্টার্কের ঝুলিতে ১২৭ ওয়ানডেতে আছে ২৪৪ উইকেট। গড়, পরিসংখ্যান আর ম্যাচের পরিস্থিতিতে বোলিং করার দারুণ দক্ষতা নিয়ে স্টার্ক সর্বকালের সেরার দৌড়ে বেশ ভালো করেই আছেন।

সূত্র: যুগান্তর